GRAND ACADEMIC PORTAL
RESEARCH JOURNALS

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

পাঁচমুড়ার টেরাকোটা ও শুশুনিয়ার প্রস্তর শিল্প

Malay Khan

History Department, Jadavpur University

ভূমিকা

" বাঁকুড়ার হস্তশিল্পে পাঁচমুড়ার টেরাকোটা "এই ছোট্ট গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখিতে পূর্ব থেকেই অধিক আগ্রহী ছিলাম। বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি গবেষণামূলক পেপারটি পূরণ করা হেতু এই সুযোগটি আমার পুনরায় হস্তগত হয়। যথাত হবে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি অধিক আগ্রহের সহিত এবং যথাসাধ্য সমস্ত এবং সকল তথ্য যা হয়তো অজানা থাকতে পারে তার পরিচয় দিয়াছি । পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পের সকল তথ্য এখানে সংশ্লিষ্ট করিয়াছি। যা আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

পাঁচমুড়া টেরাকোটা শিল্পের সমৃদ্ধি এবং বিখ্যাত রূপ আমি ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি এবং তাকে জানার চেষ্টাও করেছি কিন্তু এই সুযোগের মাধ্যমে আমি এই টেরাকোটা শিল্পের প্রতি সুক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে জানার চেষ্টা করেছি যা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীর অবস্থা বর্তমানে উন্নতির পথ ও অনেক স্থানে অবনীতির পথে দেখা যায়। এই বিষয় আমি অবগত ছিলাম না কিন্তু এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি এই শিল্পের করুন অবস্থা এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক হিসেবে সকল তথ্যকে উল্লেখ করিয়াছি । বাঁকুড়ার শিল্প পূর্ব হইতেই ভারত বিখ্যাত ছিল যা পশ্চিমবাংলাকে সমৃদ্ধ করতে ও সুন্দর করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে । ডক্টর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ বিনয় বর্মনের সাহায্য নিয়ে আমার এই সূক্ষ্ম আমার জ্ঞান কে সমৃদ্ধ করতে ও প্রবন্ধকে যথার্থ পূর্ণতা দান করতে পেরেছি। তাহাহেতু তাহাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ।

পাঁচমুড়া টেরাকোটা শিল্প

অধ্যয়ন এলাকার অবস্থান: পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে জাঁকজমকপূর্ণ "টেরাকোটা" কারুশিল্প উৎপাদনে অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। এই মৃৎশিল্প ভারতে নতুন সংস্করণ নয় বরং এর নিজস্ব একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রমাণ করে যে এটি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার যুগে প্রচলিত ছিল।যদিও বাংলার নৈপুণ্যের জমিতে কখন এবং কীভাবে এই পোড়ামাটির কারুশিল্পের সূচনা হয়েছিল তা এখনও রহস্যজনক, তবে এই অঞ্চলে উর্বর পলিমাটি এবং প্রচুর কাদামাটির প্রাপ্যতা অবশ্যই এটি দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।পশ্চিমবঙ্গ পর্যটকদের কাছে পোড়ামাটির কারুশিল্পের জিনিস কেনার জন্য এটি একটি জনপ্রিয় গন্তব্য কারণ এটি এখন পর্যন্ত এই সৃজনশীল এবং আলংকারিক কারুশিল্পের বৃহত্তম উত্পাদনকারী। বাঁকুড়া জেলার খাতরা মহকুমার অন্তর্গত পাঁচমুড়া গ্রামটি এই পোড়ামাটির কাজের বৃহত্তম উত্পাদন ইউনিট। অধ্যয়ন এলাকা হিসাবে নেওয়া হয়।পাঁচমুড়া 22°58′00″N- 22°66'67″N এবং 87°10′00″E 87°16'67"E এর মধ্যে অবস্থিত। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় উচ্চতা 68 মিটার। মোট গ্রামের জনসংখ্যা হল 719 (2011 সালের জনসংখ্যার তথ্য অনুযায়ী), যার মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যা টেরাকোটা কারুশিল্পের উপর ভিত্তি করে। লম্বা গলার ঘোড়া এই কারুশিল্পের মৌলিক প্রতীক যা বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করে। এই লম্বা গলাটি বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজ্যের রাজকীয়তা দেখায়, যেটি শুধুমাত্র ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আবেদনে এই কারুশিল্পকে কেন্দ্রীভূত করেনি বরং এটি গেস্ট হাউস, বিলাসবহুল হোটেলগুলিকে এর মহিমান্বিত আলংকারিক মূল্যবোধের জন্য সজ্জিত করে।

পাঁচমুড়া গ্রামটি বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত, যেখানে প্রায় 300 জন শিল্পী পোড়ামাটির কারুশিল্প তৈরির কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কারুকাজটি লম্বা গলার ঘোড়া এবং হাতি, মনশা চালি, হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন পুতুল এবং মূর্তি, টেরাকোটা শঙ্খ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ যা সজ্জার উদ্দেশ্যে কক্ষগুলিকে শোভিত করে তা তৈরির জন্য বিখ্যাত। এই সমস্ত নৈপুণ্যের আইটেমের মধ্যে লম্বা গলার ঘোড়াগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। টেরাকোটা বেকড মাটির অনুরূপ। কারিগররা প্রায়শই তাদের তৈরি পণ্যগুলি বেকড মাটি দিয়ে রঙ করে এবং কাঠের জ্বালানী দিয়ে বা প্রায়শই ইউক্যালিপটাস পাতার সাহায্যে একটি ভাটায় আগুনের মাধ্যমে পুড়িয়ে দেয়। এই পোড়ামাটির কারুকাজটি হল সহজ শৈল্পিক ফর্ম যা মানুষের বা পশুর মূর্তি থেকে শুরু করে গৃহস্থালির সাজসজ্জার উপাদান এবং শোভাময় চিত্রের বিস্তৃত পরিসর থাকতে পারে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই পোড়ামাটির কারুকাজটি 'মল্লা' রাজবংশের সময় শুরু হয়েছিল যা সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ছিল। এই শৈল্পিক আবিষ্কারের পর কারিগর বিষ্ণুপুরের মন্দিরের দেয়ালে এই কারুকাজটি প্রজেক্ট করতে শুরু করেন। এটি এখন আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত এবং এর শিল্প ও ঐতিহ্যের মূল্যের জন্য জিআই সূচক পেয়েছে। পাঁচমুড়ায় একটি মৃত্যুশিল্পী সমবায় সমিতি রয়েছে, এটি একটি সহায়তা কেন্দ্র এবং শিল্পী ক্লাস্টার দ্বারা তাদের উত্পাদন এবং

https://www.gapbhasha.org/

সমৃদ্ধির জন্য তৈরি করা ইউনাইটেড ফোরাম। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে, একটি উত্সব সহ একটি তিন থেকে পাঁচ দিনের গ্রামীণ কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা হয় যেখানে প্রচুর দর্শনার্থী এবং পর্যটকরা এই কারুশিল্পের কাজ কেনা এবং প্রচার করতে আসে। পাঁচমুড়ায় পৌঁছানো খুবই সুবিধাজনক। নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন হল বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা থেকে এটি 4 ঘন্টার পথ।

পোড়ামাটির কারুশিল্প তৈরির যন্ত্রপাতি ও অভিন্ন কৌশল:

পোড়ামাটির কাজ মূলত হস্তশিল্প। কুটির বা কুঁড়েঘরে উৎপাদিত হয় তাই একে কুটির শিল্প বলা হয়। বেশিরভাগ কাজটা হাত ও আঙ্গুলের কৌশলগত উপায়ে যেকোনো জিনিস তৈরি করা সম্ভব। কুমোরের কাজে যে চাকা ব্যবহার করা হয়। সেটা বিশেষ করে সহজে ফাঁপা করার কাজে দরকার। তাই হাঁড়ি, কলসী, ঘোড়া, হাতির অংশ ও ছোট জিনিস যেমন সরা, খুরি ইত্যাদি তৈরির কাজে প্রয়োজন হয়। পুরোনো দিনের ঢাকা - কোনো ইঞ্জিনচালিত যন্ত্র নয়। বর্তমানে কাজের সুবিধার জন্য লৌহ নির্মিত বল বেয়ারিংয়ের সাথে চারটি কাঠ দ্বারা নির্মিত ঢাকা ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ঢাকা ছাড়া আরও কিছু সাহায্যকারী সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। ঐসব সরঞ্জামগুলি বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন চৌকি চাক কাজের জন্য। বোল্যা, পিট্না কোনো জিনিসকে পিটিয়ে বড়ো করার জন্য জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নির্মিত কোনো জিনিসকে মসৃণ ও অলংকরণ করার কাজে লাগে উচা, চিয়াড়ি, ঝিনুক, জলপাত্র, ন্যাকড়া, চালুনী, চ্যাপ্টাপতর এমনকি গাছের কাঁটাও ব্যবহার করা হয়। ইদানিং মাটির প্রতিমা ও সৌখিন কাজের সুবিধার জন্য কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা অনেক রকম উপকরণ দোকান বাজার থেকে ক্রয় করা যায়। যারা কারিগর তারা নিজেরাই নিজের কাজের সুবিধা মতো ঐসব সরঞ্জাম তৈরি করে নিতে পারে।

চাকার কাজটা খুব কম সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি করা সম্ভব। তবে ঢাকাতে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব তৈরি হয় না। হাঁড়ি, কলসী, খোলা, খাপরি, কুড়ি ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে শুধু সম্মুখভাগের কানার অংশটা ঢাকার সাহায্যে হয়। বাকী পিছনের ফাঁকা অংশ অতিরিক্ত মাটি জুড়ে বোলে-পিনার সাহায্যে পিটিয়ে বন্ধ করে বড়ো করা হয়। এই পিটানোর কাজটা দু-তিনবার ধরে একটু শুকনো বতর করে সম্পূর্ণ করা হয়। একইভাবে ঘোড়া, হাতি, মনসাবারি তৈরির ক্ষেত্রে ঢাকাতে খণ্ডাংশগুলি রোদে সামান্য শুকনো বর করে জোড়া লাগানোর পর উটা, চিয়াড়ি দিয়ে মসৃণ করে অলংকরণের কাজ হয়ে থাকে। ঢাকার ব্যবহার হয় ফাঁপা ও দ্রুত করার জন্য। এছাড়া বহুবিধ জিনিস চাকাতে তৈরি হয়ে থাকে। এটা লিখে বোঝানো সহজ নয়। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তারাই বুঝতে পারেন। কোনো নূতন মূর্তি বরাত হলে এটা বানানোর জন্য কারিগর পূর্ণাঙ্গ মূর্তিটা মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে এর খণ্ডাংশগুলি চাকাতে কিংবা হাতে কোয়েল পাকিয়ে তৈরি করতে পারে। ঢাকার কাজই সব সময় আসল নয়। কৌশলগত হাতের সাহায্যে মূর্তির গঠন বানিয়ে নিতে হয়। একটা মনসার চালি করার জন্য ছোট বড়ো বহুবিধ অংশ দরকার হয়। চালচিত্রের মধ্যে থাকে কাহিনীর বহুবিধ মূর্তি, সারিবদ্ধ সাপের সারি, পুতুল, ফুলের নক্সা ইত্যাদি। চালচিত্রকে শুধুমাত্র কাঁচা নরম মাটিতেই ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট কৌশল ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। পোড়ামাটির কাজে বাঁশ, কাঠ বা লোহার তার ব্যবহার হয় না। মাটি শুকনো হলে সংকোচন হয় কিন্তু বাঁশ, কাঠ ও লোহার রড বা তারের সংকোচন হয় না। মাটির সাথে ঐসব দ্রব্য ব্যবহার হলে ফেটে ভেঙ্গে খসে পড়ে। সেইজন্য চালচিত্রকে নিখুঁত করার জন্য মাটির তৈরি রডের মতো খুটি বা ঠেস্ লাগিয়ে তৈরি করা হয়। একই নিয়ম বিগত দিন থেকে চলে আসছে।

"টেরাকোটা" হল একটি শক্ত, আধা সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর্দ্রতা মুক্ত কাদামাটি যা সাধারণত মৃৎপাত্র তৈরির জন্য পোড়ানো হয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যায়ে পণ্য তৈরির সামগ্রিক প্রক্রিয়া নীচে দেওয়া হল:

[1]1. উপকরণ প্রস্তুত করা: কাদামাটি মিহি করা হয়েছে এবং অন্যান্য কাঁচামাল যেমন খর (শুকনো ধানের ডাল), বালি এবং জল যোগ করা হয়। 2. কাদামাটি সঠিকভাবে মিশ্রিত করা: কারিগরের নিজের হাত বা পায়ে জলের সাহায্যে অন্যান্য কাঁচামালের সাথে মাটি মেশিয়ে নেই। 3. চাকার কাজ: এটি মূলত কারুশিল্পের শঙ্কু বা সিলিন্ডার আকৃতির অংশ তৈরি করার জন্য ব্যাবহার করা হয়। 4. শুকানো: বাড়ির করিডোরে এক থেকে দুই দিন সময়কাল চাওয়া স্থানে শুকানো হয়। 5. হাতের কাজ: চাকার উপর তৈরি অংশগুলিকে যুক্ত করা এবং তাদের একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ আকৃতি প্রদান করা হয় 6. বিস্তারিত মোটিফের কাজ: সাধারণ বাঁশ থেকে তৈরি সাধারণ চিরারি ব্যবহার করে এটির সাজসজ্জার জন্য মশ্রিন করে সুন্দর আকৃতির দেওয়া হয়। 7. চূড়ান্ত শুকানো: এটি রোদে সামান্য শুকানোর পরে করা হয়। 8. রঙ করা: ফায়ারিং অপারেশনের আগে, মহিলা কারিগররা চূড়ান্ত রঙ এবং রঙের কোট তৈরি করে। 9.ফায়ারিং: 10-15 দিনের জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী ভাটিতে একটি একক স্টোক হোল দিয়ে চারপাশে আগুন লাগানো

[1] International journal of maltidisciplinary educational research - Susmita Paramanik ,P.P Sikdar, Debabrata Bondhapadhay and Anirudha Banerjee.

https://www.gapbhasha.org/

হয় ও ভালো করে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। 10. পরীক্ষা/বাছাই৷ অবশেষে, ভাল পণ্য প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় এবং বিভিন্ন দামে বিক্রি করা হয়।

বাজার: বেশিরভাগই তারা তাদের কারুশিল্প তাদের নিজস্ব বাড়ির করিডোরে (বারান্দা) বা বাড়ির ভিতরে প্রদর্শন করে। আকার অনুযায়ী ছোট থেকে বড় ঘোড়া সাজানো আছে তাদের বাড়িতে। সাধারণত, ঘোড়ার লেজ এবং কানের টুকরো আলাদাভাবে রাখা হয় পরে কারুশিল্পের জিনিস বিক্রি করার পরে এটি রাখা হয়। চূড়ান্ত সমাপ্তি এবং রপ্তানি: স্থানীয়ভাবে সংবাদপত্র একটি প্যাকেজিং উপাদান হিসাবে নেওয়া হয় এবং এটি ফলের কার্টন বা অন্যান্য সহজলভ্য কার্ড বোর্ড বাক্স ইত্যাদিতে প্যাক করা হয়। পরে এটি তিন চাকার রিকশা বা কিছু মিনি ট্রাকে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া বা বিষ্ণুপুর বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষ্ণুপুর এবং বাঁকুড়ার স্থানীয় বাজারে নৈপুণ্যের জিনিসগুলি প্রদর্শিত হয়৷ ঘোড়ার দাম 20 থেকে 2000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে ।4 থেকে 6 ফুট উচ্চতার মাপ।

প্রতি ডিসেম্বরে শীত মৌসুমে এই কারুশিল্পের আরও ভালো প্রদর্শন ও প্রচারের জন্য বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলা ক্যালেন্ডারে চৈত্র মাসে চড়ক মেলা হল সেই উৎসব যেখানে কারুশিল্পের সামগ্রী বিক্রির সুযোগ পাওয়া যায়। পঞ্চমুড়ার কারিগরের সাথে পশ্চিমবঙ্গের ক্রাফট কাউন্সিল অত্যন্ত সংযুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানটি এই কারিগরকে তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বিপণন সহায়তা অর্জনের জন্য সাহায্য করে। (শ, 2008) বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাঁকুড়া জেলার টেরাকোটা কারুশিল্প বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। এই পাঁচমুড়া অঞ্চলে পোড়ামাটির নৈপুণ্য প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে বলে এখন স্বীকৃত। এর সফল আবিষ্কারের পর কারিগররা বিষ্ণুপুরের মন্দিরের দেয়ালে এই কারুকাজটি খোদাই করে। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী গৃহ-ভিত্তিক আলংকারিক নিবন্ধ, ফুলদানি, শঙ্খ, বাসনপত্র, অলঙ্কারগুলি এই অঞ্চলের প্রধান কারুশিল্প। স্থানীয় কারিগররা কুম্ভকার সম্প্রদায় হিসাবে বিখ্যাত, যারা প্রতিদিনের গৃহ-ভিত্তিক উপযোগী পণ্যগুলি আলংকারিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতীকী আইটেম তৈরিতে নিযুক্ত থাকে। কারিগররা সম্প্রতি দৈনিক প্রয়োজন ভিত্তিক পণ্য যেমন বাতি, টাইলস ইত্যাদি তৈরি করে যার শহুরে এলাকায় সর্বোত্তম চাহিদা রয়েছে।

শিল্পী ও পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী

টেরাকোটা শিল্পে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হলেন রাসবিহারী কুম্ভকার মদনমোহন কুম্ভকার শ্রীপশুপতি কুম্ভকার শ্রীগণপতি কুম্ভকার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার শ্রীসুনীলবরণ কুম্ভকার শ্রীবুদ্ধদেব কুম্ভকার জয়ন্তী কুম্ভকার শ্রীতারকনাথ কুম্ভকার শ্রীবৈদ্যনাথ কুম্ভকার শ্রীবিশ্বনাথ কুম্ভকার শ্রীবাউলদাস কুম্ভকার শ্রীচণ্ডীদাস কুন্তকারশ্রীদেবাশীষ কুম্ভকার শ্রীভূতনাথ কুম্ভকার শ্রীজগন্নাথ কুম্ভকার শ্রীনাড়ুগোপাল কুম্ভকার শ্রীকাঞ্চন বুন্তকার শ্রীমপুর কুম্ভকার শ্রীজহরলাল কুম্ভকার শ্রীরবীন্দ্রনাথ বুম্ভকার শ্রীব্রজনাথ কুম্ভকার নন্দলাল কুম্ভকারশ্রীকার্তিক কুম্ভকার শ্রীমতী ঊর্মিলা কুম্ভকার প্রায় ২৫ জন শিল্পী জেলা ও রাজ্যস্তর থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত এদের মধ্যে একজন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হলেন রাষবিহারী কুম্ভকার। তিনি ১৯৬৯ সালে জাতীয় স্তরে পুরস্কার পান

সমবাই ও সরকারি সাহায্য :- অতীত থেকে সমগ্র দেশ কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পের উন্নয়ন প্রসঙ্গে শিল্পী ও সরকারের ভূমিকার কিছু তথ্য তুলে ধরা যাক। সরকারী নিয়মানুযায়ী বিগত ৩-১২-'৫৯ তারিখে পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে শিল্প ও শিল্পীদের উন্নতিসাধন করা। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এটা সম্ভব হয়নি। কারণ শিল্পী সদস্যদের উপযুক্ত শিক্ষা ও চেতনার অভাব। সমিতি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হয়। কিন্তু যাদের কর্ম না করলে সংসার চলে না তারা সময় দেবে কি করে। সমিতি শুরুর প্রথম দিকে কিছুটা উন্নতির সূত্রপাত দেখা যায়। সরকারী অর্থে কাঁচামাল মাটি ও উন্নতমানের চাকা প্রাপ্তিতে কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু অবহেলাবশতঃ ও সহযোগিতার অভাবে আগামীদিনের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেনা জমির মাটি শেষ হওয়াতে শিল্পী পরিবার সঙ্কটের মুখে পড়ে। বাধ্য হয়ে শিল্পীরা চাঁদা সংগ্রহ করে একটা মাটির জায়গা ক্রয় করে। কিন্তু নিকৃষ্ট মানের মাটির জন্য জায়গাটা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে অপরের পতিত জায়গা ও পুকুর থেকে মাটি সংগ্রহ করে কোনোরকমভাবে শিল্পীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে দীর্ঘদিন সাংগঠনিক কাজ বন্ধ থাকায় সমিতি মৃত অবস্থায় উপনীত। বিগত দু'হাজার সালে সমিতিকে পুণরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ কার্যনির্বাহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দু'হাজার এক সালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শ্রীযুক্ত তারকনাথ কুম্ভকার ও শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র কুম্ভকার যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি হন। নবগঠিত কমিটি চিন্তাভাবনা করে সবার আগে সমিতির একটি কার্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেখানে বসে উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা হবে। সেই সাথে দেশ বিদেশ থেকে শিল্পানুরাগী ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত হলে আশ্রয় নিতে পারবে, সেখানে পানীয় জল ওটয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে। শোরুম খুলে উৎপাদিত জিনিসের কিছুটা হলেও সাজানো যাবে। সাধারণ সভা ও প্রশিক্ষণের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। গৃহ নির্মাণের টাকার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হয়। কিন্তু সুবিধামতো পাড়ার কাছাকাছি কেনার মতো

https://www.gapbhasha.org/

জমির অভাব। বহু চেষ্টার পর সমাধান হল। গ্রাম্য রাস্তার দু'পাশে দু'খণ্ড জমি ক্রয় করা হল। সেখানেই সমিতির কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী টাকায়। টাকার শীর্ষভাগ DRDC কিয়দংশ ‘খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পরিষদ, বাঁকুড়া'র অর্থানুকূল্যে ও 'তালডাংরা পঞ্চায়েত সমিতি'র নির্মাণ সহায়ক দ্বারা দ্বিতল বিশিষ্ট কার্যালয়, একশত ঢাকা ক্রয় ও কুড়িটি পুয়ান (চুল্লি) তৈরির টাকা ব্যয় করা হয়েছে সদস্যদের উন্নয়নের জন্য।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পীদের সঠিক পরিচয়পত্র হিসাবে 'Artisan Card' সমিতির প্রত্যেক শিল্পীদের মধ্যে প্রদত্ত হয়েছে। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন বিগত দু'হাজার সাল থেকে ‘খড়গপুর আই.আই.টি. ইনস্টিটিউট' পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পকে আরও উন্নত স্থানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে একটি উন্নতমানের চুল্লি তৈরির উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি কাজের সুবিধার্থে একটি দু'চালার সেড নির্মিত হয়েছে। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও উন্নতমানের চুল্লি তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার কারণ শিল্পীদের কাছে আজও অন্ধকারে রয়ে গেছে। সমিতির গঠনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী বিগত ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে কয়েকবার কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছে। সমিতির বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীপঙ্কর কুম্ভকার ও সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ কুম্ভকার। নবনির্বাচিত কমিটিও উন্নয়নকল্পে সচেষ্ট ভূমিকা পালনে ব্যস্ত। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা দেড় শতাধিক। সমিতিতে মহিলা সদস্যাও সন্তোষজনক। বিগত তিন চার বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত ‘বাংলানাটকডম' নামক একটি সুবৃহৎ সংস্থা পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পে আকর্ষণীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। সমিতির সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে অনেক মিটিং, ট্রেনিং ও সংস্থার নিয়ম সংক্রান্ত বহুবিধ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পের প্রচার ও প্রসারকল্পে আন্তদেশীয় বহু মেলায় যোগদানের ব্যবস্থাও করা হয়। গত ২০১৪ থেকে ২০১৬ বর্ষে তিনবার স্থানীয়ভাবে মেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা ছাড়িয়ে সমগ্র রাজ্যের মানুষ যাতে টেরাকোটা খ্যাত পাঁচমুড়ার সাথে পরিচিতির সুযোগ হয় সেই উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন। পাঁচমুড়া হাইস্কুল ময়দানে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা হয়ে থকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেআমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে লোকসংগীত, ছৌনাচ, নাট বাউলগানের বহুবিধ খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠান মঞ্চে পরিবেশিত তাছাড়া 'বাংলানাটকডটকম' এর আর্থিক সহায়তায় গত বছর কাজের না সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী স্থানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে। এট আশু প্রয়োজন ছিল। শিল্প ও শিল্পীর স্বার্থে 'বাংলানাটকডটকম'-এর উল্লেখযোগ অবদান প্রশংসনীয়। অবহেলিত পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প সারা দেশ এ বিশ্বের দরবারেও সমাদৃত। এর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলে শিল্পী পরিবার নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হবে। বলা বাহুল্য অনতিবিলে এর উন্নয়নকল্পে সরকার তথা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পরিষদের নিকট থেকে সঙ্গে ভূমিকার আশ্বাস ও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই সংবাদ মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি সূত্রে জানা যায়।

ফলাফল এবং বিশ্লেষণ: সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন থেকে এটি প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে যে এই পাঁচমুড়া গ্রামের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং এই হস্তশিল্প গ্রাম টি একটি সহযোগিতামূলক ও পাশাপাশি সমন্বয়ের মনোভাব পাওয়া যায়। এই গ্রামটি সমস্ত কাঠামোগত দিক থেকে এতটা উন্নত নয় তবুও তারা তাদের উত্পাদনশীল কাজটি খুব যত্ন সহকারে করে। এই অঞ্চলটি কুম্ভকর পাড়ার জন্য বিখ্যাত, এখানে সর্বাধিক মৃৎশিল্প তৈরির কারিগর বসবাস করেন। গ্রামের কেন্দ্রে একটি সাধারণ বসার জায়গা রয়েছে যা 'বৈঠক' নামে পরিচিত, সেখানে কারিগররা তাদের সাধারণ সভা এবং মৃৎশিল্পের ব্যবসা সংক্রান্ত কথোপকথনের জন্য সমবেত হন। এই গ্রামে আরও একটি সম্প্রদায় গঠন রয়েছে যা 'পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পী সমবাই সমিতি' নামে পরিচিত যা এই নৈপুণ্য কর্মকান্ডের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য বিশ্লেষণ করার জন্য শ্রমিকদের দ্বারা তৈরি একটি সংগঠন হিসাবে কাজ করে।

বর্তমান ক্ষেত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে কারিগর সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা যায় । এই অঞ্চল সাংস্কৃতিক ধারণ ও গতিশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জরিপ থেকে বলা যায় যে, সঠিক উন্নয়ন কৌশল না থাকা, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তাহীন এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির কারণে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির হারও খুব ধীর ।এটি তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এই গবেষণা অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং জনসংখ্যাগত কারণ বিবেচনা করা হয়। উত্তরদাতাদের বয়স, সাক্ষরতার অবস্থা, আয়ের স্তর, শ্রেণী এবং বর্ণের অবস্থা, ধর্মীয় গোষ্ঠী, আবাসনের অবস্থা কিছু মৌলিক পরামিতি যা এই গবেষণা অধ্যয়নের জন্য বিবেচনা করা হয়।

উপসংহার

শিল্পী হলেন তারাই যারা নিজস্ব দক্ষতায় আসল কে প্রকাশ করে থাকেন ।এমনই শিল্পের উদাহরণ উপরের পর্বে উল্লেখ্য। মাটি ও পাথরকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপ দিয়ে ও মাটিকে পুড়িয়ে শক্ত বা

https://www.gapbhasha.org/

দীর্ঘস্থায়ী করা এমনই একটি শিল্পের কৌশল। এই কাজেই পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকার পরিবারগুলি নিপুন দক্ষ।।পাঁচমুড়া সমাজ জীবনে শিল্প-কর্ম কতদিন আগে শুরু কিংবা কারা শুরু করেছিল তার সরকারি লিখিত তথ্য আজও জানা সম্ভব হয়নি। ৭০ বছর পূর্বে ব্রিটিশরা শাসন থাকাকালীন পাচমুড়া গ্রামের অবস্থা ছিল চরম অন্ধকার , শিল্প কর্ম বলতে তখন ছিল মৃৎপাত্র ও গ্রামীণ পূজোতে ব্যবহৃত দেবদেবীর মূর্তি নিদর্শন যা আজকালের দিনে সমৃদ্ধ লাভ করেছে। পাঁচমুড়ার টেরাকোটার ঘোড়া শিল্প এখন বিশ্বের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী প্রাতঃ রাসবিহারী কুম্ভকারের এর অবদান। স্মরণীয় ৫০-৬০ বছর পূর্বে পাঁচমুড়ার সকল কর্মকার গোষ্ঠী মৃৎপাত্র তৈরিতে ব্যস্ত ছিল কিন্তু পরিস্থিতির চাপে চাহিদা দুটো কমতে থাকায় হাতি ঘোড়ার সহ বর্তমান নতুন জিনিস তৈরির আগ্রহ বাড়লে ইদানিং পাঁচ মুড়ার শিল্প সংবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে শিল্প সংখ্যা কম নই এবং শিল্পীদের গুণগত মান ও উৎপাদন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।যা আজ বিশ্ব দরবারে সুনাম অর্জন করেছে।

গ্রন্থপুঞ্জিকা

[1] রামানন্দ চট্টপাধ্যায় - শিল্প ও সংস্কৃতি বাঁকুড়া (২০০৩ কোলকাতা পুস্তকমেলা।)
[2] সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় - সমাজ ইতিহাসের ধারায় দক্ষিন পশ্চিম বঙ্গ (২০২২ ,1লা জুলাই)
[3] বাঁকুড়া অর্থনীতিতে লোক শিল্প(প্রথম খন্ড) - অচিন্ত্য জানা।
[4] জেলা লোক সংস্কৃতি ও পরিচয় গ্রন্থ বাঁকুড়া(2002) - লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।
[5] ডঃ শান্তি সিংহ - বাঁকুড়া পুরুলিয়া শিল্প সংস্কৃতি
[6] টেরাকোটা শিল্প ও পাঁচমুড়া গ্রাম কুলাল পত্রিকা
[7] পায়ে পায়ে বাঁকুড়া - রত্না ভট্টাচার্য শক্তিপদ ভট্টাচার্য
[8] বাঁকুড়া জেলার বিবরণ রামানুজ কর ও ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায়
[9] রাঢ় সংস্কৃতির আঙিনায় বাঁকুড়া অচিন্ত্য জানা
[10] বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ
[11] International journal of maltidisciplinary educational research - Susmita Paramanik, P.P Sikdar, Debabrata Bondhapadhay and Anirudha Banerjee.

https://www.gapbhasha.org/